দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 06 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

সমকালীন প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক শিক্ষা

১৯৭৩ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের দুর্বল অর্থনীতিকে আমলে নিয়েও বঙ্গবন্ধু ৩৭ হাজার প্রাথমিক শিক্ষাকে পুরোপুরি জাতীয়করণের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেন। এর ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করেন। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থায় বাংলাদেশ এখন আর তলাবিহীন ঝুড়ি নয়। বাঙালি আজ বিশ্বসভায় মর্যাদা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। ব্যবসায়-বাণিজ্য শিল্প এখন ক্রমেই বিকাশমান। বাংলাদেশ এখন তারুণ্যের জোয়ারে প্লাবিত। এই 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট' অর্থাৎ ১৫ থেকে ২৪ বছরের এই বিশাল তারুণ্যকে যত দ্রুত সম্ভব দক্ষ কর্মশক্তিতে পরিণত করাই আমাদের সমকালীন চ্যালেঞ্জ। তাই মানবসম্পদ উন্নয়নে অর্থবহ বিনিয়োগ বিশাল তারুণ্যাশ্রয়ী জনবলের সুবিধা এনে দিতে পারে। তারাই হতে পারে দিনবদলের হাতিয়ার। অন্যদিকে ILO বলছে তারুণ্যের ২৪ শতাংশ এখনো নিষ্ক্রিয়। সব কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষ জনবলে রূপান্তর করতে ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বৃহত্তর অর্থবাজারে কাজের সংস্থান করতে হবে। যার জন্য চাই মানসম্মত শিক্ষা ও কার্যকর প্রশিক্ষণ। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ভিন্নমাত্রা পেয়েছে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা : দেশের মোট ৮২ হাজার ২১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩ লাখ ২৫ হাজার শিক্ষক প্রাক-প্রাথমিক স্তরসহ প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষাসেবা নিশ্চিত করে থাকেন; যা বিশ্বের বৃহত্তম প্রাথমিক শিক্ষা নেটওয়ার্কের অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্গত আদর্শিক চেতনায় উজ্জীবিত নাগরিকের জন্য রাষ্ট্র সমান সুযোগ নিশ্চিত করে আধুনিক, বৈষম্যহীন ও অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখবে– এমন আকাঙ্ক্ষা সর্বজনীন ও প্রত্যাশিত হলেও বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিভাজিত লক্ষ্য ও কর্মসূচি নিয়ে এখন বাংলাদেশে প্রায় ১২ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালু আছে।

পিইডিপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে 'সব শিশুকে শিক্ষা', বছরের প্রথম দিনে ৩৬ দশমিক ২১ কোটি নতুন বই সরবরাহ, ভৌগোলিক চাহিদা অনুযায়ী ১ হাজার ৫০০ স্কুল নির্মাণ, শিশু শ্রেণির প্রবর্তন, শিক্ষকের মর্যাদা বৃদ্ধি, শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ, ৩০ হাজার নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ৪৫:১-এ নামিয়ে আনা, দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ, ১ কোটি ৩০ লাখ শিক্ষার্থীকে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে উপবৃত্তির আওতায় আনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের বিশাল কর্মযজ্ঞ সরকার পরিচালনা করেছে।

মানসম্মত শিক্ষার অন্তরায় : মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনে সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দর্শনের বিভিন্নতা, অঙ্গীকার রক্ষায় সদিচ্ছা ও ধারাবাহিকতার অভাব এবং সমাজ মানসে ন্যায়ভ্রষ্টতার আধিপত্যের কারণে স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও এ দেশে বৈষম্য নিরসন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র পুরোপুরি সফল হতে পারেনি।

অন্তরায়গুলো

মূল্যবোধের অবক্ষয় : মনের গহিনে অবদমিত প্রবৃত্তির আগ্রাসনে মাঝে মধ্যে মানুষের আচরণে বিচ্যুতি ঘটে, নিজে একা বাঁচার অলীক নেশা তাকে মত্ত করে তোলে, অন্যকে জায়গা না দিয়ে ভোগবাদী আমিত্ব আদিম স্বার্থ সংঘাতকে অনিবার্য করে তোলে। গন্তব্য স্থির করে পথ, কালো কিংবা সাদা, ভালো না মন্দ– ভ্রূক্ষেপ নেই। ন্যূনতম বিনিয়োগ সর্বোচ্চ মুনাফা। ছুটছে মানুষ দিশাহীন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, কর্মকর্তা, সমাজ, রাজনীতি– কাতারবন্দি, একাকার।

শিক্ষক : শিক্ষকের মেধা, যোগ্যতা ও পেশার প্রতি নৈতিক বিশ্বস্ততা ছাত্রছাত্রীর শিখন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ অনুঘটক। অন্যদিকে শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদার অভাব, নিম্ন বেতনক্রম, যোগ্যতর প্রার্থীদের এ পেশায় আকৃষ্ট করে না, এমনকি ইতোমধ্যে নিযুক্ত উচ্চতর যোগ্যতা সংবলিত শিক্ষকরাও হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হন। কর্মরত শিক্ষকদের আস্থা ও ব্যক্তিত্বের সংকট শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। মনে রাখতে হবে শিশুর মনন বিকাশের পথে নিষ্পাপ চিত্রকল্পে শিক্ষকই তার আইকন। তবে শিক্ষাব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ স্তরে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ও অপ্রস্তুত শিক্ষকরা নিযুক্ত হয়ে পড়ছেন কিনা খতিয়ে দেখতে হবে। বিভিন্ন কারণে বিদ্যমান জনবল শহরমুখী হলে মফস্বলে প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক সংকটে ভোগে। ভালো ফলাফল অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি যথার্থ না হওয়া অথবা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনে স্বচ্ছতার অভাব পুরো প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাতে পারে।

শিক্ষার্থী : মফস্বল ও শহরের দরিদ্র শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী শিক্ষার্থীর একাংশ শিক্ষাসেবা গ্রহণের জন্য মানসিকভাবে তৈরি থাকে না। এসব ক্ষেত্রে বড় একটি অংশের শিক্ষার্থী প্রথম-প্রজন্ম হিসেবে স্কুলে আসে। প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতাই এসব ছেলেমেয়ের একমাত্র অবলম্বন। শিক্ষকদের নির্দেশনায় কোনো ঘাটতি থাকলে তা সংশোধনের কোনো সুযোগ থাকে না অথবা পাঠদান আনন্দময় না হলে ছাত্রছাত্রীরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে ঝরে পড়ার ঝুঁকিপূর্ণ বলয়ে আবর্তিত হয়। অন্যদিকে শহরের নামিদামি বেসরকারি স্কুলগুলোয় সরকারি নির্দেশ অমান্য করে টিউশন ফি শতভাগ বৃদ্ধির অভিযোগ রয়েছে; যার ফলে অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অভিভাবকরা অতিরিক্ত ও অন্যায্য আর্থিক চাপের শিকার হয়ে হতোদ্যম হয়ে পড়েন। এ ছাড়া ভর্তি-বাণিজ্যের অভিযোগও নেহাত কম নয়। আর সেখানেও অনাকাঙ্ক্ষিত আর্থিক আগ্রাসনের অভিমুখ স্বল্প আয়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

অভিভাবক : মনের গহিনে অবচেতন স্তরে যখন ইচ্ছে কুঁড়িগুলো প্রস্ফুটনের অপেক্ষায় থাকে তখন সবচেয়ে বড় অনুঘটকের কাজ করে পরিবার, তার দর্শন এমনকি অভ্যন্তরীণ পরিবেশ, অন্তর্গত শান্তি শিশুর মানস গঠনে ভূমিকা রাখতে শুরু করে। শিশুকে মানবিক, ন্যায়পরায়ণ ও অকপট হতে পরিবার অনুকূল পারিপার্শ্বিক নির্মাণ করতে না পারলে শিশুর মধ্যে হতাশা, আতঙ্ক কিংবা হিংস্রতা সৃষ্টি হতে পারে। এই মনোজাগতিক শূন্যতা শিশুকে বিপদগামী করতে পারে। অভিভাবকের অসচেতনতা, অতিমাত্রায় সচেতনতা বা এককথায় অসংযমী উচ্চাশা অথবা অনেকাংশে দারিদ্র্য শিক্ষার্থীকে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে না।

মাঠ প্রশাসন : শিক্ষকদের বদলি, স্কেল পরিবর্তন, পেনশন, প্রশিক্ষণ এমনকি কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তিকালেও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থপনাকে বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। শিক্ষা বিভাগের কতিপয় অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে একশ্রেণির শিক্ষকের অনৈতিক যোগসাজশে বদলি-বাণিজ্যসহ নানা ধরনের অশুভ আঁতাত ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতাকে ক্ষুণ্ন করে।

পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলাম : শিক্ষা বছরের প্রথম দিনেই প্রতিটি শিশুর হাতে নতুন পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া একটি মাইলফলক হলেও পাঠ্যপুস্তকের মান, বিশেষ করে কিছু মুদ্রণত্রুটি, তথ্য বিভ্রান্তি, সংযোজন, বিয়োজন জনমনে নানা সংশয় সৃষ্টি করেছে। শিশুর বয়স ও দৈহিক সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা, গুণগত মান ও বিষয়বস্তুর পরিধি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, উগ্রবাদ ও নৈতিক অবক্ষয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মতো নতুন নতুন বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে কারিকুলাম প্রস্তুতির প্রয়োজন।

সৃজনশীল পদ্ধতি : শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার জন্য সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাঠদান, প্রশ্ন প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি শ্রেণিপাঠদান একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ। শিশুর সৃজনশীলতা ও চিন্তন দক্ষতা বৃদ্ধিতে এর বিকল্প নেই।

(ক) ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে শ্রেণিকক্ষে 'ইন্টারঅ্যাকটিভ টিচিং মেথড'-এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যা ব্যক্তি কিংবা দলভিত্তিক অনুশীলন উৎসাহিত করে। প্রক্রিয়াটি কার্যত শিক্ষকের গুণগত সামর্থ্য ও নির্ধারিত সময়ের ওপর নির্ভর করে ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে।

(খ) পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা ও বিষয়বস্তু, অধ্যায় ও অনুশীলনীর মধ্যে অসঙ্গতি, অতি সংক্ষেপিত উপস্থাপন শ্রেণি অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীর সঙ্গে সরল সংযোগ বাধাগ্রস্ত করে।

(গ) সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের মূল লক্ষ্যই হলো শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক পরিপক্কতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্নের জ্ঞাননির্ভর জবাব দেওয়ার দক্ষতা অর্জন করা। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের অতি সংক্ষেপিত বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক জ্ঞান, উপলব্ধি, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার বিষয়ে প্রশ্নকাঠামো নির্মাণ শিক্ষকের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। RACE

বিভিন্ন ধারার প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে অভিন্ন কারিকুলাম অচিরেই প্রবর্তন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। সৃজনশীল পদ্ধতি : সৃজনশীল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান যথার্থ অর্থে কার্যকর করতে হবে। শিক্ষকদের কার্যকর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শ্রেণিকক্ষে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে শ্রেণিপাঠদান আকর্ষণীয় করতে হবে

P.T.O